জৈন সপ্তভঙ্গি নয়বাদ

জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে জৈনগণ প্রমাণের পরে 'নয়' [বিধান(judgement)] এর কথা বলেন। অনেকান্তবাদী জৈনদের মতে, একই সত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশ, কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন বচন গঠন করতে পারি। কাজেই প্রতিটি বচনের পশ্চাতে একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। বচনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জৈনগণ 'নয়' বলে থাকেন। যেহেতু তাঁদের মতে বস্তু অনন্ত ধর্ম-বিশিষ্ট, সেহেতু 'নয়'ও অনন্তসংখ্যক। কিন্তু সাধারণভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী সাত প্রকার হওয়ায় 'নয়'ও সাত প্রকার অর্থাৎ সপ্তভঙ্গী অর্থাৎ একই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সাত প্রকার অবধারণ গঠন করতে পারি। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য বিধান বা নয়ের সার্বিক যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। যে দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি বিধান বা নয় গঠন করা হয় কেবল সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে তা সত্য হয়।

‘নয়’ সাধারণতঃ সদর্থক ও নঞর্থক হতে পারে। সদর্থক নয়-এ কোন বস্তু সম্পর্কে কোন একটি ধর্ম স্বীকার করা হয় এবং নঞর্থক নয়-এ কোন বস্তু সম্বন্ধে কোন একটি ধর্মকে অস্বীকার করা হয়। আর জৈনগণ এদের আংশিক সত্যতা প্রকাশ করার জন্য ‘স্যাৎ’ বিশেষণটি উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন। যেমন ‘স্যাৎ অস্তি’, ‘স্যাৎ নাস্তি’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

জৈন দার্শনিকগণ স্বীকৃত সপ্তভঙ্গী নয়-এর আকারগুলি নিম্নরূপ :-

১) স্যাৎ অস্তি

২) স্যাৎ নাস্তি

৩) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ।

৪) স্যাৎ অবক্তব্যঃ

৫) স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যঃ

৬) স্যা নাস্তি চ অবক্তব্যঃ

৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যঃ

তৃতীয় প্রকার নয় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার নয়-এর সংযোগের ফল। আর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম নয় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নয়-এর সঙ্গে চতুর্থ নয়-এর ক্রমিক সংযুক্তি। জৈনদের মতে, উক্ত সাত প্রকার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অন্য কোনভাবে 'নয়' রচনা করা যায় না।

নিম্নের দৃষ্টান্তের সাহায্যে জৈনদর্শন প্রবর্তিত সপ্তভঙ্গী নয়-এর সহজ উপলব্ধি করা যেতে পারে।

১) স্যাৎ ঘটঃ অস্তিঃ - কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ তার সম্পর্কে 'সদর্থক নয়' গঠন করা। এখানে ঘটকে সৎ বলার অর্থ একটি বিশেষ দ্রব্যরপে বিশেষ কালে, বিশেষ দেশে ও বিশেষ আকারেই তাকে সৎ বলা। 'ঘটঃ অস্তিঃ' বলার অর্থ পার্থিব দ্রব্যরূপে তাকে সৎ বলা। কিন্তু জল, আগুন, বাতাস প্রভৃতির সত্তা প্রসঙ্গে তাকে সৎ বলা নয় বা কোলকাতাতে তার সত্তার কথা বলা হলেও দিল্লীতে তার সত্তা অস্বীকার করা বা গ্রীষ্মে ঘটের সত্তাকে সৎ বলা হলেও বর্ষা প্রভৃতি কালে তার সত্তাকে অস্বীকার করা। কিংবা কৃষ্ণরূপে ঘটের সত্তার কথা বলা হলেও শ্যামাদিরূপে তার সত্তার কথা বলা নয়। তাই বলা যায়, কোন 'নয়' (বিধি) বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে আপেক্ষিক ও আংশিক সত্য। আর এটাই বোঝানোর জন্য এই 'নয়'-এর পূর্বে 'স্যাৎ' বিশেষণটি যোগ করা প্রয়োজন।

২) স্যাৎ ঘটঃ নাস্তিঃ - এই প্রকার নয় ঘটের অনস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য গঠন করা হয়। প্রথম প্রকার নয়-এতে 'ঘটটি সৎ ' বললে, যে দ্রব্যরূপে যে দেশে ও কালে, যে আকারে তাকে সৎ বলা হয়, তা ভিন্ন দ্রব্যরূপে অন্য দেশ, কাল ও আকারে তাকে অসৎ বলা হয়। এই নিষেধ স্বরূপ নয়টি ও আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাই এই নয়-এর পূর্বেও স্যাৎ বিশেষণ যোগ করতে হবে।

৩) স্যাৎ ঘটঃ অস্তি নাস্তি চঃ - জৈনদের মতে, কোন একটি নয়-এ পর্যায়ক্রমে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বিধেয় আরোপ করা যেতে পারে। কারণ, কোন একটি বিচারে ঘট অস্তিত্বশীল ও নাস্তিত্বশীল উভয়েই। ঘট তৈরীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থাকে ক্রমিকভাবে বিচার করলে ঘট অস্তিত্বশীল ও নাস্তিত্বশীল উভয়ই বলা যেতে পারে, অর্থাৎ কোন বস্তু সম্পর্কে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব যুগপৎ সত্য নয়। তারা ক্রমিকভাবে সত্য। তাই এই নয়-এর সত্যতা আংশিক ও আপেক্ষিক। তাই এই নয়-এর সঙ্গেও 'স্যাৎ' বিশেষণ যোগ করা দরকার।

৪) স্যাৎ ঘটঃ অবক্তব্যঃ - ঘট সম্বন্ধে নানা দৃষ্টিভঙ্গী থাকার দরুণ কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না বলে ইহা সম্ভবতঃ অবক্তব্য। ঘট সৃষ্টির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থাকে ক্রমিকভাবে বিচার না করে যুগপৎ বিচার করলে ঘটকে একই সঙ্গে অস্তিত্বশীল ও নাস্তিত্বশীল বলতে হয়, যা স্ব-বিরোধী। কারণ দুটি পরস্পরবিরোধী ধর্ম একই বস্তু সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। এই বিচারে ঘট অবর্ণনীয়। তাই এই নয়-এর পূর্বেও স্যাৎ বিশেষণ যোগ করতে হবে।

৫) স্যাৎ ঘটঃ অস্তি চ অবক্তব্যঃ - ঘটের অস্তিত্বশীলতার কথা যখন বলা হয়, তখন একটি বিশেষ দ্রব্যরূপেই, বিশেষ দেশে ও কালে সৎরূপেই তার কথা বলা হয় এবং সাথে সাথে স্পষ্ট হয় যে, ঘটটি অনন্তধর্ম-বিশিষ্ট। তাই কোন একটি অবধারণে তার সামগ্রিক সত্তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সুতরাং ঘটটি অনিবর্চনীয়ও বটে। তাই ঘটকে সৎ বলার সাথে সাথে তাকে অনিবর্চনীয় বলা যেতে পারে। আর যেহেতু ঘটটির বিশেষ একটি দিকের সত্তার কথা বলা হয়, তাই এই নয়টিও আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য। তাই এই নয়-এর পূর্বেও ‘স্যাৎ’ বিশেষণটি যোগ করতে হবে।

৬) স্যাৎ ঘটঃ নাস্তি চ অবক্তব্যঃ - প্রথম নয়-এর পর দ্বিতীয় নয়টি যেমন অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, তেমনি পঞ্চম নয়-এর পর এই ষষ্ঠ নয়ও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ঘটকে সৎ বলার সাথে সাথে অসৎও বলা হয়ে যায়। কিন্তু অসৎ বললেও সার্বিকভাবে যে-কোন দ্রব্যরূপে অসৎ, তা বলা যায় না। দেশ, কাল নির্বিশেষে ঘটটির স্বরূপ এখানে বলা যায় না। কারণ, সেই স্বরূপ অনিবর্চনীয়। আবার এই নয়ও আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য। তাই এই 'নয়' এর পূর্বেও 'স্যাৎ' বিশেষণটি যোগ করতে হবে।

৭) স্যাৎ ঘটঃ অস্তি চঃ নাস্তি চঃ অবক্তব্যঃ - প্রথম ও দ্বিতীয় নয়-এর ক্রমিক যোগে যেমন তৃতীয় নয়, তেমনি পঞ্চম ও ষষ্ঠ নয়-এর ক্রমিক যোগে সপ্তম নয়-এর আবির্ভাব। কোন একটি ঘট একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, বিশেষ দ্রব্যরূপে সৎ হলেও অন্যান্য দেশ, কাল ও দ্রব্যরূপে তা অসৎ। তাই ঘটটি অসৎ ও অবর্ণনীয় উভয়েই। আবার 'ঘট অসৎ' বললে যে কোনও দেশে, কালে যে কোন দ্রব্যরূপে তা যে অসৎ, তা কিন্তু বলা হয় না। তার অসত্তা সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক। সুতরাং ঘটের সৎ ও অনির্বচনীয়তার কথা ক্রমিকভাবে বলা হয়। এই নয়-এ কোন বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে ক্রমিকভাবে পূর্ণ ও নিরপেক্ষ সত্য হলেও যুগপৎ সে সম্পর্কে সত্য নয়। তার সত্যতাও আপেক্ষিক ও আংশিক। তাই এই নয়-এর পূর্বেও 'স্যাৎ' বিশেষণটি যোগ করতে হবে।

সমালোচনাঃ- জৈনদের ‘সপ্তভঙ্গী নয়’ সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, শেষোক্ত তিনটি নয় অবান্তর। প্রথম তিনটি নয়-এর সঙ্গে চতুর্থটি যুক্ত করলে শেষোক্ত তিনটি নয়-এর গঠন। বৌদ্ধ ও বৈদান্তিকগণ প্রথম চারটি ‘নয়’-কেই ‘চতুষ্কোটি’রূপে স্বীকার করেছেন। আবার কুমারিল ভট্ট বলেন, প্রথম তিনটির সঙ্গে চতুর্থটি যুক্ত করে সর্বসমেত সাতটি ‘নয়’ গঠন করা যায়, তাহলে বিভিন্ন সম্ভাব্য সর্ববিধ সমন্বয় দ্বারা শত কিংবা সহস্র ‘নয়’ গঠন করা যেতে পারে। তাই জৈনদের সপ্তভঙ্গী নয়-এর ধারণাটি যুক্তিযুক্ত হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ জৈনগণ যে সাতটি নয়-এর কথা বলেন, সেগুলি পরস্পর সংযোগহীন এবং এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয় নি। তাই জৈনদের 'সপ্তভঙ্গী নয়' দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতা সূচিত করলেও জৈনগণ বিভিন্ন নয়-এর মধ্যে সংযোগ সাধনে সমর্থ হননি অর্থাৎ জৈনগণ ভেদের মধ্যে অভেদের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। জৈনগণ মনে করেন, আংশিক সত্যের যোগফলেই পূর্ণ সত্যকে পাওয়া যায়। কিন্তু এভাবে পূর্ণ সত্যকে পাওয়া সম্ভব নয়। জৈন স্বীকৃত নয়-গুলিকে একত্রিত করা হয়েছে মাত্র, সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে জ্ঞানের কোন সংহতি রচনা করা হয় নি।

তৃতীয়তঃ জৈন স্বীকৃত ‘নয়বাদ’ পরস্পরবিরোধী মতবাদ। কারণ বৌদ্ধ ও বেদান্তীদের মতে, অস্তি ও নাস্তির পরস্পর বিরোধ। এরা কখনও একই সঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু জৈনগণ একই নয়-এ (স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ) এই পরস্পর বিরোধী ধর্মের কথা স্বীকার করেছেন, যা কোনমতে সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে বলা যায়, জৈনরা একই বস্তুর একই দিক থেকে একই সঙ্গে অস্তি নাস্তির কথা বলেননি। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অস্তি নাস্তির কথা বলেন।

চতুর্থতঃ বেদান্তীগণের মতে, যদি সকল সত্যই আপেক্ষিক হয়(যা জৈনরা বলে থাকেন), তাহলে জৈন স্বীকৃত সপ্তভঙ্গী নয়বাদও আপেক্ষিক হতে বাধ্য অর্থাৎ আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা। বেদান্তীরা বলেন, জৈনগণ বিভিন্ন আপেক্ষিক সত্যের সমাহারকে পূর্ণ সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন আপেক্ষিক সত্য যোগ করলে কি করে নিরপেক্ষ বা পূর্ণ সত্য পাওয়া যায়, তা বোঝা যায় না বা এইভাবে নিরপেক্ষ ও পূর্ণ সত্যে উপনীত হওয়া যায় না।

পঞ্চমতঃ অধ্যাপক এম. হিরিয়ান্নর মতে, জৈনদের সপ্তভঙ্গী নয় কতকগুলি আংশিক মতবাদকে একত্রিত করে মাত্র, কিন্তু বিভিন্ন নয় এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কোন প্রচেষ্টা এর মধ্যে নেই। এতে জৈনমতের অসম্পূর্ণতাই প্রকাশ পায়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ